

প্রিয় তানবীরাদি,

অনেকদিন পর লিখছি। তবে বিষয়টি পুরোনোই।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা হাল আমলের আরবি সমর্থিত বাংলা না বোঝার ভান করে, অথচ খাঁটি সংস্কৃত বেসড বাংলা ঠিক মত জানেন।

আমার প্রশ্ন, যেটি খাঁটি সংস্কৃত বেসড শব্দ, মানে যেগুলি আনন্দবাজারে নিত্যদিন চোখে পড়ে সেগুলি নতুন কোন আমদানি করা শব্দ নয়, বরং তৎসম শব্দ (কিছু তদ-ভবও রয়েছে, আমাদের বাংলা আকাদেমির সংস্কার করা ব্যাকরণে অর্ধ-তৎসম ও তদ-ভবের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ করা হয় না, তাই একত্রে বললাম)। নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি প্রমথ চৌধুরীর আমলেই বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আরবি সমর্থিত বাংলার মানে কি? সংস্কৃতির সাথে আমাদের এতদিনকার সম্পর্ক আমরা এক লহমায় ছিন্ন করেছি (বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা শৈলীর পার্থক্যই সেটা বলে দেয়)। তবু বাংলার মত একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাষা আরবির মত সুদূর দেশের ভাষার শরণাপন্ন হবে, এটা কি ঠিক?

বাংলাদেশিদের নাম বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় একথা মনে করি না। তসলিমা নাসরিনকে আপনি তাসলীমা নাসরীন লিখলেও ব্যাপারটি বানানগত ভুল-বোঝাবুঝি ছাড়া কিছুই নয়। তাই আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আরবি বানানগুলি যেগুলি আপনাদের পক্ষে ত্যাগ করা একান্ত কঠিন সেগুলির প্রামাণ্য প্রতিলিপি থাকুক।

একটু উদাহরণ যোগে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবেঃ
সংস্কৃতে অমর্ত্য - প্রামাণ্য বাংলা প্রতিলিপি অমর্ত্য।
সংস্কৃতে কর্ম - প্রামাণ্য বাংলা প্রতিলিপি কর্ম।

এভাবেই সংস্কৃত থেকে আমরা বাংলাকে পৃথক করেছি। এবং ৬০ বছর ভারতে থেকেও হিন্দি শব্দাবলিকে বাংলায় প্রবেশ করতে দিইনি। সুনীল শীর্ষেন্দু ছাডুন, আজকের ব্রাত্য বসুর নাটক, বা তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস পড়তে পারেন। (অবশ্য সংলাপের প্রয়োজনে গৃহীত শব্দগুলি আপনার মত মনস্বী ব্যক্তি শব্দগ্রহণের আওতায় ফেলবেন না, আশা করি।) ইংরেজি প্রযুক্তি পরিভাষা অবশ্য ঢুকেছে। তবে সেটাও বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেই।

অন্যদিকে ইসলামের মহানবীর নামেরই নানান বানান প্রচলিত - মোহম্মদ, মুহম্মদ, মহাম্মদ ইত্যাদি। আপনার লেখা তসলিমার নামের বানানটি আমাকেও বিভ্রান্তি তে ফেলত যদি না ওঁর অটোগ্রাফ আমার কাছে থাকত। আবার দেখুন আপনিই এ আর রহমানের নামের বানানটি ভুল লিখলেন!!!

বোম্বে ফিল্মের আপ্পন বাপ্পনটা ইয়ার-বন্ধুদের ফচকেমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। একটা সময় পরে মুখ থেকেও সে ভাষা সরে যাবে। সেটাকে লেখার ভাষায় আনার প্রয়োজন পড়ে না। বাংলাদেশিদের নামের বানানটা পড়ে।

আপনার বড় প্রিয় পত্রিকা *প্রথম আলো* এবার ২৫ বৈশাখ সংখ্যায় নীরদচন্দ্রের নামের বানানটি নিরদচন্দ্র লিখেছিল। আপনার উপদেশমত *প্রথম আলো* পড়তে গিয়ে দেখলাম। *সদালাপে* জনৈক লেখক বারংবার শুকান্ত ভট্টাচার্য লিখে চলেছেন। এ বানান কোনও বাংলাতেই পণ্ডিত স্বীকৃত নয়। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখলাম।

আর আপনি হিন্দি বলে কিছু আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেগুলি বুঝতে পারিনি, মানে 'দামান', 'ইত্তেফাক', 'আলামত', 'আমদেদ' প্রভৃতি শব্দ বহুশ্রুত বটে। তবে অকারণ বিদেশি ভাষার অর্থোদ্ধার কুঁড়েমির কারণেই হোক, বা অন্য কারণেই হোক,

আমার পক্ষে বেশ অনীহাৰ কাজ। আৰ যখন জানেনই, আমাদেৰ আৰবি জ্ঞান কম,
স্বমাতৃভাষাৰ আৰবনন্দন শব্দগুলিকে চিনতে পাৰি না, তখন সেগুলিকে বাঁকা কৰেই বা
প্রয়োগ কৰেন কেন? ব্যাপাৰটা তো একই দাঁড়ায় নাকি?

আশা কৰি, মুক্ত-মনাৰ সমস্যা শীঘ্ৰই মিটবে।

ভালো থাকবেন

অৰ্ণব